1. Write a note on Realist theory of International Relations.

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে বিশ্ব রাজনীতিতে যে সকল পরিবর্তন সূচিত হয় তার অন্যতম হল বেশ কিছু সংখ্যক বিশিষ্ট নেতা ও বিদগ্ধ ব্যক্তির মধ্যে আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক ঘটনা প্রসঙ্গে এক উপলব্ধি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে এমন এক বিচার ধারা গড়ে উঠে যা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের যুক্তি বুদ্ধি সমবেদনা, আত্মসংযম প্রভৃতি দ্বারা পরিচালিত হওয়ার আহ্বান জানান। এই পথে যুদ্ধ পরিহার ও বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর। এর পাশাপাশি বহুকাল থেকেই মার্কসবাদী দৃষ্টি ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অস্তিত্ব বজায় রাখে। তার মূল কথা ইতিহাস এর অনিবার্যতায় শ্রেণী সংগ্রামের ক্রমান্বয়ের অগ্রগতিতে ধনী শ্রেণী এবং শ্রমজীবী শ্রেণী নামক দুটি মুখ্য শ্রেণীবিন্যাসে বিশ্বব্যবস্থা সীমাংকিত বিভক্ত এবং পরিনামে একদিকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বা কমিউনিজম এর বিপ্লব প্রতিষ্ঠা অন্যদিকে ধনতন্ত্রবাদে অন্তর্ধান। অন্যদিকে বিশ্বের বৈশিষ্ট্য রাজনীতিবিদ ও চিন্তাশীল মহলে যে নতুন বিচার ধারা আত্মপ্রকাশ করে তা আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে প্রকৃত বা বাস্তব সমস্যা প্রতীক নির্দেশ করে পূর্ববাদী ভাববাদী লেখকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে যে কতগুলি সরল, মনগড়া, আইনগত ও নৈতিক ধারনা বশীভূত থেকে ক্ষমতা রাজনীতি নগ্ন-বাস্তবতাকে তুচ্ছ জ্ঞানে দূরে সরিয়ে তারা কার্যত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংগঠনে সহায়তা করে।

মূলভিত্তিগত অবস্থা :—

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালে উদ্ভূত এই বিশ্ব বিচার বিশ্লেষণ নীতি বাস্তববাদী দৃষ্টিকোণ নামে পরিচিত। এই তত্ত্ব যে সকল পণ্ডিত ব্যক্তির নামে সম্পৃক্ত তাদের মধ্যে রয়েছে এডওয়ার্ড এইচ কার, হানস, মর্গেন থাউ, জর্জ কেনান প্রমুখেরা। তারা সকল রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আলোচিত শক্তি তত্ত্বটিকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বর্ণনাগুলি নিয়ে আসেন। এই প্রধান যুক্তি তুলে ধরে যে অভ্যন্তরীণ রাজনীতির মত বিশ্বরাজনীতি হল ক্ষমতা লড়াই বা শক্তি দ্বন্দ্বের প্রাঙ্গন। অর্থাৎ এই দৃষ্টির বিচারে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ চালাতে হবে বাস্তবানুপন্থায়। বস্তুত বাস্তববাদীর কাছে শক্তি ও ক্ষমতাই হল রাজনীতির মূল শর্ত।

যুক্তিধারা বা বক্তব্য :—

বাস্তববাদী তত্ত্বে বক্তব্যকে এইভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা চলে। যথা —

1. ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে প্রকৃত বস্তু মানুষ পাপাচারী ও দুর্বৃত্ত পরায়ন।

2. যাবতীয় অসৎ প্রবৃত্তির মধ্যে ক্ষমতা লিপ্সা এবং অপরের উপর প্রভুত্ব স্থাপন প্রয়োগই হল সবচেয়ে বিপদজনক প্রবৃত্তি।

3. উপরিউক্ত মানব প্রকৃতি যেহেতু অনস্বীকার্য ব্যাপার সেহেতু বাস্তব বিচারবুদ্ধি বলে দেয় যে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা ক্ষমতা লাভ ইত্যাদি সহজাত মানবিক চরিত্রকে নির্মূল করে দেওয়ার চেষ্টা সফল হওয়ার নয়।

4. আন্তর্জাতিক রাজনীতি হল ক্ষমতা লড়াইয়ের বা শক্তি-দ্বন্দ্বের এক রঙ্গমঞ্চ। এখানে হবস কথিত সেই বিখ্যাত ক্রিয়াদি অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে সকলের বিরুদ্ধে সকলের লড়াই। মর্গেন থাউ এর ভাষায় অন্যান্য রাজনীতির মতো আন্তর্জাতিক রাজনীতি ক্ষমতা লড়াইয়ের অভিব্যক্তি।

5. এই অবস্থা বিবেচনায় প্রত্যেক রাষ্ট্রের কর্তব্য হল জাতীয় আত্মস্বার্থকে অর্থাৎ অন্য কথায় যার নাম ক্ষমতা অর্জন। সেই স্বার্থকে উপলক্ষ সমৃদ্ধশালী ও সাফল্য মন্ডিত করে তোলা হয়। অন্যান্য জাতীয় লক্ষ্যের তুলনায় জাতীয় আত্ম স্বার্থ প্রত্যেক রাষ্ট্রের কাছে প্রাথমিক গুরুত্ব লাভ করে।

6. সর্বশেষে ক্ষমতাকে কৌশলের পদক্ষেপ সহকারে অক্ষুণ্ণ রেখে আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ইত্যাদিকে বজায় রাখাও যেহেতু লক্ষ্য সেহেতু সর্বদাই এমন রাষ্ট্র নায়ক কাম্য যিনি ক্ষমতার তত্ত্বদিকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করবেন। অর্থাৎ রাষ্ট্রনায়ক হবে বিচক্ষণ ও দূরদর্শিতা প্রদর্শন বলে গুরুত্ব দিতে হবে দরকষাকষি, আপোস মীমাংসা পারস্পরিক বোঝাপড়ার উপর। তবে নিয়মকানুন, আদালতের ন্যায় নৈতিক ন্যায় পরায়ণতা ইত্যাদির ওপর নয়। এই সকল কারণে বলা হয় রাজনৈতিক বাস্তব বাদীদের কাছে নিরবচ্ছিন্ন অস্তিত্ব রক্ষাজনিত আচরণের জন্য উৎস ও অনুপ্রেরণা হিসাবে যার নাম সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তিনি হলেন ম্যাকিয়াভেলি।

ত্রুটি ও অসংগতি:—

বাস্তববাদী তত্ত্বের যুক্তিগুলি বিশ্ব রাজনীতিতে ক্রিয়াশীল উপাদানগুলি নির্ণয় ও চিহ্নিত করার ব্যাপারে যথেষ্ট সহায়ক সেবিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই দৃষ্টিকোণ যে সকল সিদ্ধান্তে পৌঁছায় সেগুলি তার প্রায়শই পরস্পর অসংলগ্ন এমনকি পরস্পর বিরোধীও হয়ে ওঠে। বস্তুত ষাটের দশকের শেষ দিক থেকে এই তত্ত্বের ত্রুটিগুলি বিষয়ে তার অনুরাগী এবং সমালোচক উভয় পক্ষের মুখর হয়ে ওঠে। যে ত্রুটিগুলি হল —

1. আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট দৃশ্যপট তুলে ধরা সত্ত্বেও পরস্পর প্রতিযোগিতা মূলক দাবীগুলি মীমাংসার জন্য কোনো পদ্ধতিগত পন্থার সন্ধান দিতে পারেনি। ফলে বাস্তববাদী তত্ত্ব এমন কোনো বিচারের মান বা নীতি দাঁড় করাতে পারেনি যার দ্বারা গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ নির্বাচন এবং সেই সকল তথ্য ব্যাখ্যার উপযোগী নিয়মাবলী নির্ধারন সম্ভবপর।

2. বাস্তববাদীগন বলে থাকেন যে বিশ্ব রঙ্গমঞ্চে সকল কার্যকর্তাই ক্ষমতান্বেষী। কারন ইহা হল ইতিহাসেরই অপ্রতিরোধনীয়। আর যদি তাই হয়, তবে রাষ্ট্রগুলিকে ক্ষমতার অন্বেষণে সতত সক্রিয় থাকার পরামর্শ দেওয়ার অবকাশ কোথায়, যুক্তিশাস্ত্রের মানদন্ডে এই পরামর্শ দান নিতান্তই অকারন উক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।

3. বাস্তববাদীগনের প্রস্তাবিত শক্তিসাম্য বা ক্ষমতার ভারসাম্য যেমন দ্রুতগামী/দ্রুতগতিতে তৈরী হয়েছে, সেরকম অচীরে ভেঙ্গে পড়েছে।

আবার রাষ্ট্রকে সামরিক প্রস্তুতিও সর্বদাই বজায় রাখতে হয়। আর এই উভয় বিষয়েই বিশ্বশান্তি, আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা, আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতা ইত্যাদিকে বিপন্ন করে অস্ত্র প্রতিযোগীতার পথই সুগম করে তুলেছে।

4. বাস্তববাদী তত্ত্ব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কয়েকটি প্রধান ঘটনাক্রম মোটেই অনুধাবন করতে পারেনি। যুদ্ধোত্তর কালে অর্থনৈতিক পুনর্গঠন কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য সমগ্র পশ্চিম ইউরোপে বিভিন্ন পারস্পরিক সহযোগীতা মূলক সংগঠনের দুটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন। এশিয়া, আফ্রিকা দেশসমূহের মধ্যে ওই ধরনের সহযোগীতা মূলক বিভিন্ন আঞ্চলিক সংগঠনের উদ্ভব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। এই সকল ঘটনাক্রম এই ইঙ্গিতই বহন করে যে প্রত্যেক রাষ্ট্র তার সার্বভৌমিকতা বজায় রেখেও অধিকতর গুরুত্ব দিচ্ছে, পারস্পরিক লেনদেন, পারস্পরিক সহযোগীতার ওপর। অন্য কথায় ক্ষমতার লড়াই নয়, আন্তঃরাষ্ট্রীয় নির্ভরশীলতা, আন্তঃরাষ্ট্রীয় সহযোগীতা প্রভৃতি বৃদ্ধি, গঠনাত্মক প্রয়াস এবং তারই মধ্যে দিয়ে জাতীয় স্বার্থ সুনিশ্চিতকরন, এটাই হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর মৌল প্রবনতা। সামরিক উত্তেজনা, আঞ্চলিক পর্যায়ের কিছু সামরিক তৎপরতা ও সংঘর্ষ সত্ত্বেও এই প্রবনতা ক্রমশ বর্ধিষ্ণু।

মূল্যায়ন :-

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাস্তববাদী তত্ত্বের উদ্ভব ঘটে এক হতাশাজনকপূর্ণ যুগের কিছু চাহিদা মেটানোর জন্য, যে যুগের অন্য দেশের অভিসন্ধি সম্পর্কে সন্দেহ পোষণই ছিল নিয়ম, এবং শান্তির সম্ভাবনা ছিল সুদূর পরাহত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন নামে দুই মহা শক্তিধর রাষ্ট্রের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ঠান্ডা লড়াই, সর্ববিধ্বংসী পরমাণু অস্ত্রশস্ত্রের আবিষ্কার, বিশ্বের বিভিন্ন দিকে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ প্রভৃতি ঘটনা বিশ্ব রাজনীতি বিষয়ে বাস্তববাদী তত্ত্বগত দৃষ্টিকোণের বিচারধারাকে সমর্থন করে। তথাপি আন্তর্জাতিক ঘটনা প্রবাহের বহু গুরুত্বপূর্ণ গতিপ্রকৃতি অনুধাবনের ব্যর্থতা, ঘোষিত নীতি এবং উপস্থাপিত সমাধান সূত্রের মধ্যে গ্লানিকর ব্যবধান, সেজন্য এই দৃষ্টিকোণকে ক্রমশই নিষ্প্রভ করে তোলে।